সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

এডুকেশন ইউকে ফেয়ার-২০০৩

বিলেতি ডিগ্রিপ্রেমীদের উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সে অনেক আগে থেকেই মেধাবী বাঙালি ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন বিলেত গিয়ে বিদ্যা অর্জন করা। সেই স্বপ্নে আজও কোন ভাটা পড়েনি। হোটেল শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে শুরু হওয়া এডুকেশন ইউকে ফেয়ার-২০০৩-এ উপচে পড়া ভিড় দেখে সকলেরই তাই মনে হবে।

বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে মেলা। তিনদিনব্যাপী মেলার শেষদিন আজ শনিবার। যুক্তরাজ্যের স্বনামধন্য ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্টল সাজিয়ে বসেছে মেলায়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন বিষয়। কোর্স-কারিকুলাম, কোর্স ফিসহ যাবতীয় তথ্য তুলে ধরছে ছাত্রছাত্রীদের সামনে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান আবার আয়োজন করছে ৩০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত সেমিনার। সেখানে তুলে ধরা হচ্ছে যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের মনের মধ্যে জমে থাকা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাচ্ছেন ভিড় ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

ভিড় ঃ ডিগ্রিপ্রেমীদের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সেমিনার থেকে। মেলার আয়োজক ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ এবার দারুণ খুশি। ছাত্রছাত্রীদের এমন সাড়া পাবেন তা তারা ভাবতেই পারেননি। বিগত বছরের তুলনায় এবারের মেলায় উপস্থিতির সংখ্যা অনেক বেশি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের এডুকেশন প্রমোশন ও মার্কেটিং ম্যানেজার রিপাওয়ালি বলেন, আমরা হিমশিম খাচ্ছি ভিড় সামলাতে। এমনটি হবে ভাবতেই পারিনি। ভালই লাগছে। এবারের এ মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ের পেছনে যোগ হয়েছে এক নতুন কারণ। আর তাহলো যুক্তরাষ্ট্রের কড়াকড়ি আরোপ। যুক্তরাষ্ট্রে যেতে আগ্রহীরা অনেকেই এখন হতাশ। ঝুঁকে পড়ছেন যুক্তরাজ্যের দিকে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মিথুন বলেন, ইচ্ছা ছিল যুক্তরাষ্ট্রে যাব। তা হয়তো আর হবে না। যুক্তরাজ্যই এখন ভরসা। কারণ মানসম্মত শিক্ষার জন্য এ দু'টি দেশই শীর্ষে।

মেলায় অংশ নেয়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই আহ্বান করছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন কোর্স। হরেকরকম বিষয় পড়ানো হয় বিলেতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কম্পিউটার বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, এমবিএ, বিবিএ, আইন, তথ্য প্রযুক্তি থেকে শুরু করে ফ্যাশন ডিজাইন, হোটেল ম্যানেজমেন্ট আরও কতো কি। তবে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং বিবিএ, এমবিএ'র প্রতি অধিকাংশের ঝোঁক।

ইউনিভার্সিটি অফ লুটনের বাংলাদেশী প্রতিনিধি সুদীপা বলছিলেন, যুক্তরাজ্যে যারা পড়তে আগ্রহী তাদের মধ্যে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ব্যবসায় প্রশাসনের প্রতি ঝোঁকটা বেশি। অধিকাংশই এ দু'টি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আইন ও তথ্য প্রযুক্তির প্রতিও কারও কারও দুর্বলতা চোখে পড়ছে।

মেলায় অংশ নেয়া ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে ডেভিড গেইম কলেজের বেলায়। এখানে না আছে স্নাতক পর্যায়ের কোন কোর্স, না আছে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পর্যায়ের কোন কোর্স। এটা কেবলই তাদের জন্য, যাদের বয়স ১৪ থেকে ১৮-এর মধ্যে। এখানে এ লেভেল পর্যায়ের কোর্সগুলো পড়ানো হয়।

বিলেতে গিয়ে পড়তে এখন একটি বিষয়কে করা হয়েছে বাধ্যতামূলক। আর তাহলো আইইএলটিএস স্কোর। এ স্কোর কমপক্ষে ৫.৫ হতে হবে। তবে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়ার জন্য এ স্কোর নির্ধারণ করেছে ৬। যেসব ছাত্রছাত্রীর আইইএলটিএস স্কোর রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে এক অপূর্ব সুযোগ। মেলায় বসেই তারা ভর্তির আবেদন